এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মে ২০১০

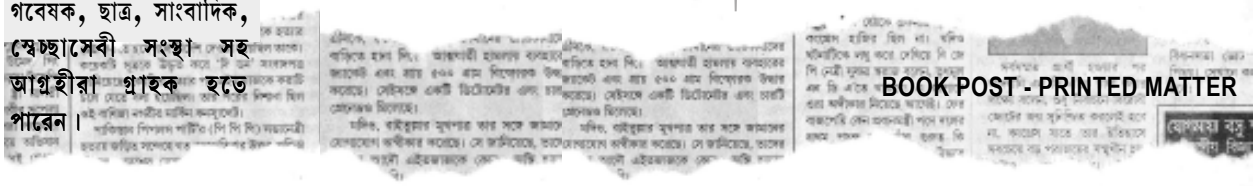

জীবকেরা ১৫/১৩৮

ভারতে দেশজ বৈদ্যের সংখ্যা ১২ লক্ষ। জ্বর, জন্ডিস, হাড়ভাঙা, পোকা বা সাপের কামড়, এমন সাধারণ থেকে জটিল অসুখের তাঁরা চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা হয় পরম্পরায় পাওয়া জ্ঞান প্রয়োগ করে। সরকারি ও সামাজিক সমর্থনের অভাবে এই জনপ্রিয় চিকিৎসা এখন সংকটে। এফআরএলএইচটি নামে ব্যাঙ্গালোরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই চিকিৎসকদের নিয়ে কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে এক ফোরাম গড়েছে। ফোরামে এই চিকিৎসকরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই বিনিময়ে তাঁদের চিকিৎসা আরো উন্নত হবে বলে সংগঠনটির আশা।

অ্যাম্বুল্যান্সে গাছ ১৫/১৩৯

দিল্লিতে গাছের যত্ন নিতে ট্রি অ্যাম্বুলান্স এসেছে। দিল্লি পুরসভা এই উদ্যোগ নিয়েছে। দেশে এমন উদ্যোগ এই প্রথম। এজন্য নেওয়া হয়েছে একটা টাটা ৯১২ ট্রাক। ট্রাকে করাত, স্প্রে, মই, ডালছাঁটার যন্ত্র, জলের ট্যাংক, পাম্প ও পাইপ থাকছে। আর গাছ পরিচর্যার জন্য থাকছে ছয়জন। এই ছয়জন দেরাদুন বন গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে গাছ পরিচর্যা শিখেছে। নিয়মিত দেখাশোনা ছাড়াও এই অ্যাম্বুলান্স গাছের রোগ হলে চিকিৎসা, মায় অস্ত্রপচারও হবে। আর গাছ নিয়ে দেরাদুনে শিখে এসেছে কেবল ছয়জন নয়, একসঙ্গে দিল্লির ৬০ জন পুরকর্মী।

একটু জল পাই কোথায়... ১৫/১৪০

ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ ইঙ্গিত দিয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে ভারতে জল নিয়ে ত্রাহিরব উঠবে। গ্রুপের হিসেব, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে জল-ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। ১৯৯৯-এ একই কথা শুনিয়েছিল ন্যাশনাল কমিশন অন ইনটিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ডেভলপমেন্ট।

গ্রুপের পূর্বাভাসে ২০৩০-এ দেশে জলের চাহিদা হবে বছরে ১৫০০ ঘন কিলোমিটার, অথচ পাওয়া যাবে তার অর্ধেক, ৭৪৪ ঘন কিলোমিটার। তবে মরশুমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করলে এই পরিমাণ হবে ৩৮৪০ ঘন কিলোমিটার, মানে প্রয়োজনের দ্বিগুণ। চাহিদা মেটাতে সেই জল জমিয়ে ঠিকঠাক সরবরাহ করতেও হবে। ভারতে বৃষ্টি হয় কমবেশি চার মাস। মোট বৃষ্টির ৮০ ভাগই এই সময়ে হয়। যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া এই জল জমিয়ে বারোমাস খরচ বেশ কঠিন।

কাণ্ড কারখানা! ১৫/১৪১

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষা বলছে, দুর্গাপুর-আসানসোলের তুলনায় হাওড়া- হলদিয়ার কলকারখানা বেশি দূষণ

ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্ষদ দেশের শিল্পাঞ্চলকে দুভাগে ভাগ করেছে। এক, মাত্রাধিক দূষণ আর ভয়াবহ দূষণ। সূচক অনুযায়ী যেসব কারখানা ৭০ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে তারা ভয়াবহ দূষণের বিভাগে রয়েছে। হলদিয়া, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর আছে এই বিভাগেই। তার মধ্যেই হলদিয়া-হাওড়ার দূষণ দুর্গাপুর-আসানসোলকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রলোক **১৫/১৪২**

তামিলনাড়ুর এস ইন্দ্রকুমার ঘরের পরিবেশ বর্জ্যহীন করেছেন। যাকে আমরা জিরো ওয়েস্ট বলি। তিনি সেপটিক ট্যাংকের ময়লা বাড়ির বাগানে ব্যবহার করেছেন। ময়লায় ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে তাকে সার করেছেন। হেঁসেলের নালায় কেঁচো ছেড়েছেন, কেঁচো নালার জৈববস্তু খেয়েছে। ঘরে মশার উপদ্রব নেই, কারণ কেঁচো নালায় মশার ডিমও খেয়েছে। চানঘরের নালায় ক্যামা গাছ রেখেছেন। ক্যামা সাবানজল পরিশোধন করে। আর হেঁসেলের ফেলনা, পাত্রে রেখে গোবর ছড়িয়ে ৬০ দিনে সারও তৈরি করেছেন।

সারাৎসার **১৫/১৪৩**

রাসায়নিক সারে চাষ চৌপাট হলেও জৈবসার জনপ্রিয় হচ্ছে না। কৃষিবিদ প্রীতি যোশী এর কারণ বার করছেন। যোশী বলছেন রাসায়নিক সারের কয়েক দশকের অভ্যাসে চাষি জৈব সার বানানোর উপায় ভুলতে বসেছেন। আর পরিমাণ বাড়লে জৈবসার পরিবহনে একটা খরচ আছে। শ্রীমতী যোশীর মতে জৈব সারের প্রসারের জন্য সরকারের ভরতুকি আবশ্যক, আর তা পাঁচবছর অব্দি চালু রাখা দরকার।

পরিবেশনামা **১৫/১৪৪**

সুইডেনে নেকড়ে কমছে। এই নেকড়ে স্ক্যান্ডিনেভীয় প্রজাতির। পরিবেশপ্রেমীদের চেষ্টায় যা বেড়ে মাঝে ২৪০ হয়েছিল। কিন্তু সুইডিশ সরকার মনে করেছে নেকড়ে নাগরিক ও গৃহপালিতের পক্ষে বিপদের। তাই সরকার ওই ২৪০ থেকে ২৭টিকে শিকারি দিয়ে মারে। অথচ গত ২০০ বছরে একজন সুইডেনবাসীকেও নেকড়ে মারেনি। এই খবর দিল গোবার টাইমস।

চাই...ইআবর্জনা...! **১৫/১৪৫**

পাটশাক আর্সেনিক বিষক্রিয়া লাঘব করছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের একদল গবেষক এমন দাবি করছেন। আর্সেনিক চিকিৎসায় যে ওষুধের প্রয়োগ হয়, সেই ওষুধে নিরাময়ের তুলনায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বেশি। নিয়মিত খাওয়ার চল থাকলে শরীরে আর্সেনিক হানায় পাটশাক ডিএনএ-র ক্ষতি প্রতিরোধ করে। এই খবর এল ডাউন টু আর্থ সুত্রে।

JAWS- **৩নং** **১৫/১৪৬**

হাঙর কমছে। কারণ হাঙর মারা হচ্ছে। হাঙর মেরে তেল হচ্ছে। সেই তেল ফ্লু-র ওষুধ হচ্ছে, এই তেল নাকি স্কোয়ালেন্স নামের একটা জিনিস আছে যা অ্যাডজুভ্যান্ট তৈরি করে। আর অ্যাডজুভ্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ওষুধ কারবার চূড়ামণি গ্লাকো স্মিথ ক্লিন কবুল করেছে তারা সাড়ে চারকোটি ডোজ অ্যাডজুভ্যান্ট সরবরাহের বরাত পেয়েছে। বলা ভালো, আইইউসিএন বিপন্ন প্রজাতি তালিকায় হাঙরের নীচে এর মধ্যেই লাল দাগ দিয়েছে। এই লাল কিন্তু লোপাট হওয়ার অর্থে। গোবার টাইমস জানাল এইসব।

সবুজস্কুল **১৫/১৪৭**

রঙিন আইসক্রিমে বিপদ দেখা দিয়েছে বারাণসীতে। বলা হচ্ছে, এই আইসক্রিম থেকে সংক্রামক রোগ ও সংক্রামক রোগ থেকে শরীরের জরুরি অঙ্গ বিকল হতে পারে। বারাণসীর ডিডিইউ জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ড. কামতাপ্রসাদ এইসব বলেছেন। ওখানে রঙিন আইসক্রিমের বেশি চল গ্রাম ও বস্তিতে। আবার তার মধ্যেও বেশি পসার ছোটদের মধ্যে। আর তাই ওখানে ব্যাঙের ছাতার মতো বেশ আইসক্রিম কারখানা গড়ে ওঠেছে শহরের সীমানা বরাবর।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জলের মতো ক্যান্সার ১৫/১৪৮

ঠান্ডা পানীয় থেকে অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার হবে। এই ক্যান্সার হবে ঠান্ডা পানীয় নিয়মিত খেলে। এক নতুন সমীক্ষার ফলাফল বলছে, সপ্তাহে দুবারের বেশি এই পানীয় নিলে এই ক্যান্সারের ঝুঁকি ৮৭ শতাংশ। ধূমপান বা অন্য ক্ষতিকর খাবার নয়, ঠান্ডা পানীয় এককভাবেই এই রোগ ছড়াতে পারে। ক্যান্সার এপিডেমিওলজি, বায়োমার্কার অ্যান্ড প্রিভেনশন পত্রের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এইসব বেরিয়েছে।

এবার মালয়েশিয়া! ১৫/১৪৯

মালয়েশিয়ায় সুস্থায়ী কৃষিতে জোর পড়ছে। এই জোর আসছে সরকারি তরফ থেকে। ওখানের সরকার মনে করছে প্রকৃতি, উর্বরতা, জল বাঁচাতে ও জলবায়ু বদল ঠেকাতে এই চাষ জরুরি। এমন বলছে ওদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরও। এই নিয়ে ওখানে তিন দিনের এক আলোচনাসভা হয়েছে। যোগ দিয়েছিল তিনশো জন। আয়োজক মালয়েশিয়া কৃষি গবেষণাকেন্দ্র বা 'মারদি'। সঙ্গে ছিল আরও ছটি সংগঠন। ওদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বারনামা এসব জানাল।

...সিকিম দোসর ১৫/১৫০

সিকিম জৈব চাষে ঝুঁকছে। এই উদ্যোগ আসছে সরকারি তরফ থেকে। এর মধ্যেই প্রায় নব্বই ভাগ চাষজমি ওখানে জৈব কৃষির অধিকারে। ৭০ হাজার হেক্টরের জমির ৬ হাজার হেক্টরই এখন ওখানে জৈব চাষের এই জমি খাতায় কলমে স্বীকৃত। অনেক জমিতেই চাষিরা জৈব ধান, ভুট্টা, তেঁতুল, আদা, লবঙ্গ চাষ করছেন।

২০০৩-এর আগে থেকেই সিকিমে জমিতে রাসায়নিক সার-কীটনাশক কমানো হচ্ছিল। মে ২০০৩ থেকে বন্ধ হয় সারে ভরতুকি। আর ২০০৬-০৭ থেকে পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ভরতুকিও তুলে নেওয়া হয়। পাশাপাশি, রাসায়নিক সার-বিষের চাষকে সরাতে সরকার ৭ বছরের এক পরিকল্পনা নেয়।

এই কাজে এখন অব্দি যা যা অসুবিধে, তার মধ্যে প্রধান প্রয়োজনীয় জৈব সার। বাড়তি জৈবসারের চাহিদা এখনও মেটানো হচ্ছে হায়দ্রাবাদ ও পুনা থেকে।

অর্গানোফস Fate ১৫/১৫১

আমেরিকার এক সমীক্ষা বলছে, ফলে থাকা অর্গ্যানোফসফেট কীটনাশকে ছোটদের এডিএইচডি রোগ হচ্ছে। এডিএইচডি আসলে একাগ্রতা কমায় ও অস্থিরতা বাড়ায়। এডিএইচডি-র পুরোটা হল অ্যাটেনশন হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার।

মন্ট্রিয়াল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১১৩৯ জন ৮-১৫ বছরের কিশোরের প্রস্রাব পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে ১১৯ জনের এই রোগ আছে। আমেরিকায় এই অর্গ্যানোফসফেট পাওয়া গেছে ব্ল্যাকবেরিতে ২৮ শতাংশ, স্ট্রবেরিতে ২৫ শতাংশ ও সেলেরিতে ১৯ শতাংশ। এমনকি আমেরিকায় পানীয় জল দিয়েও অর্গ্যানোফসফেট নামছে। ইংল্যান্ডে এই কীটনাশক পাওয়া গেছে গোলমরিচ, নাসপাতি, আঙুর ও সব টক ফলে।

পথে বসল প্লাস্টিক ১৫/১৫২

হিমাচলে প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা পথে বসল। গত বছর হিমাচলে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু মজুত প্লাস্টিক অনেকটা ছিল। সরকার তখন ওই প্লাস্টিকে রাস্তা বানাবে ঠিক করে। প্রথম পরীক্ষা হয় নুরপুর জেলায়। নুরপুরের সিমলায়, শহর ও বিমানবন্দর যোগাযোগের পঞ্চাশ কিমি সড়ক এই উদ্যোগের প্রথম কাজ। সফলতা পেয়ে ৬ জায়গায় ৬টি, মোট আড়াইশো কিমি রাস্তা করার পরিকল্পনা হয়। সরকার এই কাজের জন্য বাড়তি প্লাস্টিকও কিনছে জনসাধারণের থেকে।

বারোশো-পনেরোশো টন আবর্জনা থেকে পঞ্চাশ-ষাট টন প্লাস্টিক এর মধ্যেই রাস্তায় লেগেছে। সিমেন্ট কারখানাগুলো প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের কাজ করছে। সরকার আবর্জনা সংগ্রহ-তথা পরিবেশ রক্ষার জন্য পুরস্কারও দিচ্ছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বিদায় বন্ধু... ১৫/১৫৩

আমেরিকায় কেউ জিএম চাইছে না। আমেরিকার সরকারও জিএম চাইছে না। সরকারের শক্তি-অর্থনীতি-বাণিজ্য উপবিভাগ এই নিয়ে সরব। উপবিভাগের জোসে ফার্নান্ডেজ এমন সব কথা এক সভায় বলেছেন। সেই সভায় মনসান্টো, সিনজেন্টা, ডাও সবাই ছিল।
ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা এর মধ্যেই জিএমকে প্রায় গরুতাড়া করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নতো অঞ্চল ধরে ধরে, জিএমকে এলাকা ছাড়া করবে। এমন না করলে, আর্কিপেলাগো বা দ্বীপপুঞ্জের জীববৈচিত্র বাঁচবে না। দেশে দেশে আলাদা করে দেখলে, বুলগেরিয়া, তুরস্ক জিএম বীজ নিষেধ করছে। জিম্বাওয়ে জিনশস্য আমদানি রদ করেছে। কেনিয়া দেশে আসা ২৮০,০০০ অবৈধ জিএম ভুট্টা ফেলে দিয়েছে। এসব দেখেশুনে, আমেরিকা সরকার বিশ্ব খিদে মেটাতে জিএম-এর বদলে জৈবকেই জামাই আদর করে নিয়ে আসবে ঠিক করেছে।

জ্বালিয়ে দাও !... ১৫/১৫৪

হাইতিতে মনসান্টোর বীজ জ্বালানো হবে। এই কাজ করবে হাইতি কৃষক সংগ্রাম সমিতি। যদিও এই বীজ জিএম না। উচ্চফলনশীল। বীজ এসেছে ৬০,০০০ বস্তা। ভুট্টা থেকে সবজি বীজ সবই তার মধ্যে আছে। এই উচ্চফলনশীল চাষ করার মানে, সামনে বার ফের চাষিকে বীজ কিনতে হবে। এই উচ্চফলনশীল চাষ করার মানে আসছে বছরের জন্য আর চাষি বীজ রাখতে পারবেন না।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ ! ১৫/১৫৬

আমেরিকার ন্যাশনাল কনফেকশনার্স অ্যাসোসিয়েশন এক নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত খাবারদাবারে নজরদারি নিয়ে। খাবারে বিষ বাড়াই যার কারণ। খাবারের মধ্যে হটডগ, আইসক্রিম, চুইং গাম, বাদাম, ভুট্টা, আঙুর, পিনাট বাটার, ফল, আনাজপাতি, সসেজ সবই আছে। অ্যাসোসিয়েশন ছোটদের স্বাস্থ্যরক্ষায়, এইসব খাবারকে নিরাপদ করতে উঠে পড়ে লাগছে।

ইংল্যান্ডে লাল সতর্কতা ১৫/১৫৭

ইংল্যান্ডের বাজারে খাবারদাবারে প্যারা রেডের সন্ধান মিলেছে। এই প্যারা রেড ক্যান্সারের কারণ। এইজন্য দোকানে প্যারা রেড মেশানো খাবারদাবার বিক্রিতে সরকারি ফতোয়া এসেছে। যদিও প্যারা রেড মেশানো খাবার খেয়ে, এখনও কোনো অসুখবিসুখের খবর নেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে চললে, তা রোগবালাইকে ডেকে আনবে। ইংল্যান্ডে এই আইন অনুযায়ী, কেনা জিনিসে প্যারা রেড থাকলে তবে তা ফিরিয়ে ক্রেতা পয়সা ফেরত পেতেও পারেন।

কোন মাস কী ফল ফলে

কথায় বলে ফলমূল। মানে মূলে ফল আছে। সম্বৎসর সেই ফল কোন্টা কখন ফলে — আম ধরে কখন, জাম-জামরুল কখন হয়, কখন তাল পড়বে ঝুপ করে বা কখন পাব কুল-কমলা-কামরাঙা-কয়েতবেল, এসবের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সার্ভিস সেন্টার এক ক্যালেন্ডার বানিয়েছে। সঙ্গে বারোমাস-ই পাওয়া যায় এমন সব ফলের কথাও ফলাও করে বলা আছে। একে আমরা 'ফল-পঞ্জী' বলতে পারি। তাবৎ ফল-তথ্য ইংরেজি মাস ধরে ধরে বলা আছে, বাংলা মাস ধরে ধরেও বলা আছে। ১৯ x১৪ সাইজের এক পাতার এই পঞ্জীর দাম হয়েছে ১০.০০ টাকা। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এখানে আপনি পেলেও পেতে পারেন।

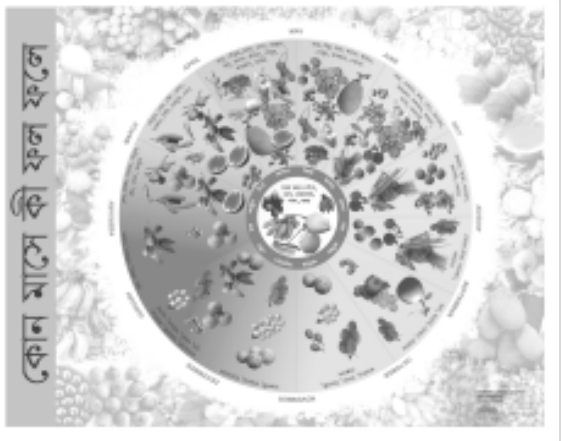

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু